যায়যায়দিন

তারিখ ... JUL 30 2006 ...
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৭

আজ থেকে শিক্ষকদের বিভিন্ন মোর্চার সঙ্গে আলোচনায় বসছে সরকার

আজ থেকে আন্দোলনরত শিক্ষকদের বিভিন্ন মোর্চার সঙ্গে আলোচনা শুরু করবে সরকার। শিক্ষকরা তাদের বিভিন্ন মোর্চার সমন্বয়ে একসঙ্গে আলোচনার আহ্বান জানালেও সরকার আলাদাভাবে বসবে। শিক্ষামন্ত্রী এসব তথ্য জানিয়েছেন।

বেতনের সরকারি অংশ ১০ শতাংশ বাড়িয়ে শত ভাগে উন্নীত করার দাবিতে শুরু হওয় শিক্ষক আন্দোলনের ২৫তম দিন কাটলো গতকাল। শিক্ষকদের একটি মোর্চা গতকা সকালে এমপিদের বাসার সামনে অবস্থান ধর্মঘট পালন করে। শিক্ষকরা ৫ আগস্টে মধ্যে দাবি পূরণের আল্টিমেটাম দিয়েছেন। তা না হলে আরো কঠোর কর্মসূচি দেয়া হবে বলে তারা জানিয়েছেন।

শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক গতকাল সাংবাদিকদের জানান, ১০ ভাগ বেতন বৃদ্ধি দাবি পূরণে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান সরকার এখনো করতে পারেনি। অর্থমন্ত্রী বিদেশে ছিলেন। আজ তার সঙ্গে তিনি এ নিয়ে আলোচনা করবেন। শিক্ষামন্ত্রী জানান, এর আগে আলোচনা হয়নি এমন সব শিক্ষক মোর্চার সঙ্গে আজ আলোচনা হবে।

পৃ২ কঃ

আজ থেকে শিক্ষকদের বিভিন্ন

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

মোর্চাকে ডাকা হবে। সবার দাবি শুনে কমন দাবির ব্যাপারে একমত হওয়া যাবে। তিনি বলেন, 'শুধু ১০ ভাগ বেতন নয়, আমরা তাদের আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো নিয়েও আলোচনা করবো। আশা করছি, কিছু দিনের মধ্যে একটি সমঝোতায় আসা যাবে। তবে আমি মনে করি ছাত্রদের স্বার্থে শিক্ষকদের ক্লাসে ফিরে যাওয়া উচিত।' এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'আমরা সব শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গে আলোচনায় বসবো। কেউ যদি আসতে না চায় তাহলে তো কিছু করা যাবে না। যারা শিক্ষকতা পেশার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তারাই এ আলোচনায় থাকবেন। তবে কেউ যদি আন্দোলনকে রাজনৈতিক রূপ দিতে চান, তাহলে তাদের বিষয়ে শিক্ষকদের সজাগ থাকতে হবে। সরকার চায় শিক্ষকদের আন্দোলন শিক্ষকদের মধ্যেই থাকুক।'

শত ভাগ বেতনের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট (সেলিম ভূঁইয়া) গতকাল শনিবার সারা দেশে এমপিদের বাসার সামনে অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচি পালন করে। বেলা ১১টায় তাজউদ্দিন আহমদ ও ফজলুল হকের নেতৃত্বে করিমগঞ্জ ও তাড়াইলের একটি শিক্ষক প্রতিনিধি দল শিক্ষামন্ত্রীর বাসার সামনে অবস্থান নেয়। সেখানে শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়াও ছিলেন। শিক্ষামন্ত্রী তাদের ডেকে আলোচনা করেন। বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের একশ' ভাগ বেতনসহ অন্যান্য দাবি মেনে নিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করার জন্য সেলিম ভূঁইয়া শিক্ষামন্ত্রীকে অনুরোধ জানান।

শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের জাতীয় প্রতিনিধি সভা গতকাল শনিবার ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশনে অনুষ্ঠিত হয়।

এতে বক্তব্য রাখেন আহ্বায়ক ড. ম আকতারুজ্জামান এবং বিভিন্ন জেলা প্রতিনিধি ও কেন্দ্রীয় নেতারা। সভা কালক্ষেপণ না করে আন্দোলনরত স শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গে একযে আলোচনায় বসে দাবি পূরণের জন সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয় আগামী ৫ আগস্টের মধ্যে দাবি পূরণে ব্য হলে আরো কঠোর কর্মসূচি দেয়া হবে বলে সেখানে ঘোষণা দেয়া হয়।

শিক্ষক সমিতি (বাশার-নজরুল) গতকা এক জরুরি সভা করে বলেছে, শিক্ষ প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘ অচলাবস্থার জন্য শিক্ষাম দায়ী। সমিতির সভাপতি আবুল বাশা হাওলাদারের সভাপতিত্বে ও মহাসচি নজরুল ইসলাম রনির পরিচালনায় সভা আগামীকালের মধ্যে মধ্যে দাবি না মানলে হরতালসহ আরো কঠিন কর্মসূচি দেয়া হুমকি দেয়া হয়।

শিক্ষক সমিতি (জয়নুল) আলাদা সভা কে আগামী ৫ আগস্টের মধ্যে শিক্ষক কর্মচারীদের ন্যায্য দাবি পূরণ না হলে আরো কঠোর কর্মসূচির ঘোষণা দেয় সমিতির সভাপতি সাখাওয়াত হোসে মল্লিক ও মহাসচিব মোহাম্মদ আলী এতে বক্তব্য রাখেন।

প্রাথমিক শিক্ষা সরকারি কর্মচারী সমিতি নীল প্যানেল গতকাল মিরপুর শিক্ষ অধিদফতর ক্যাম্পাসে কর্মী সম্মেলন আলোচনা সভা করে অবিলম্বে নিয়ো বিধি সংশোধন করে সব পদে একশ' ভা পদোন্নতি নিশ্চিত করার আহ্বা জানিয়েছে।

টেকনিকাল স্কুল ও কলেজ শিক্ষক কর্মচারী ফোরাম গতকাল ঢাকা রিপোর্টা ইউনিটিতে সংবাদ সম্মেলন করে তাদে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষ মন্ত্রণালয় ও সংস্থাপন মন্ত্রণাল